সমকাল

তারিখ 14 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চিতলমারীতে ঝুঁকি নিয়ে পরিত্যক্ত ভবনে শিক্ষা গ্রহণ করছে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল

# চিতলমারীতে প্রাথমিকের তিন হাজার শিক্ষার্থী ঝুঁকিতে

■ চিতলমারী (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

বাগেরহাটের চিতলমারীতে শ্রেণিকক্ষের সংকটে পরিত্যক্ত ও জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকির মধ্যে পাঠদান করানো হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫টি ভবন পরিত্যক্ত ও ২৪টি ভবন জরাজীর্ণ ঘোষণা করা হলেও শ্রেণিকক্ষের অভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবনে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারী চরম ঝুঁকিতে রয়েছেন।

**১৫ পরিত্যক্ত ও ২৪ জরাজীর্ণ ভবনে পাঠদান**

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ১১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫টি ভবন পরিত্যক্ত ও ২৪টি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। উপজেলার বেন্নাবাড়ী, সোনাখালী, ত্রিপল্লী, চরচিংগড়ী মধ্যপাড়া, শৈলদাহ গুচ্ছগ্রাম, হিজলা চরপাড়া, রায়গ্রাম, রুইয়ারকুল, চিংগড়ী, চরচিংগড়ী, মচন্দপুর, গঙ্গাচন্না, বেতিবুনিয়া, আমবাড়ী, কুরালতলা উত্তরপাড়া, চরলাটিমা ও বড়গুনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত এবং পিরেরাবাদ, গরিবপুর চরবানিয়ারী মডেল, হিজলা, চিতলমারী একে ফায়জুল হক, কচুড়িয়া, খড়মখালী শ্রীমতি স্নেহলতা, অশোকনগর, চরডাকাতিয়া চৌরঙ্গী, দলুয়াগুনি, চরবানিয়ারী, উত্তর বড়বাড়িয়া, দক্ষিণ বড়বাঁক, কলিগাতী, শান্তিখালী, বড়বাড়িয়া বাদামতলা, উত্তর শিবপুর, কালশিরা, ডুমুরিয়া, সাবোখালী, বড়বাড়িয়া চরপাড়া ও গোড়ানালুয়া বড়বাঁক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনসহ ২৪টিকে জরাজীর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয় ভবনের ছাদ, পিলার ও দেয়াল থেকে সিমেন্ট-বালু খসে পড়ছে। ছাদ ও পিলারের রড বের হয়ে গেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন।

রুইয়ারকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, বেন্নাবাড়ি সোনাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা রুবি আক্তারসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক জানান, ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবনের প্রায় প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের ছাদ ও পলেস্তারা খসে পড়েছে। ভয়ে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারছে না। অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোজাফফর উদ্দিন জানান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে চিতলমারী উপজেলার অতি জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত ভবনের তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী এ উপজেলার ১১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরিপ কাজ চালানো হয়েছে। এর মধ্য থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত ভবন পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

বাগেরহাট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সমাদ্দার জানান, চিতলমারীসহ পাঁচটি উপজেলার অতি জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত স্কুল ভবনের তালিকা তিনি হাতে পেয়েছেন। সে তালিকা শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বি ভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর